

## কিভাবে আমি মহামত্যের সন্ধান পাইলাম\*

(রম্য রচনা)

-জাহেদ আহমদ

worldcitizen73@yahoo.com

ঈমানদার ডাই ও বোনো,

আজ বলিতে বসিয়াছি, কি ভাবে দীর্ঘদিন অন্ধকারে বিচরণ করিয়া অবশেষে আমি আলোর সন্ধান পাইলাম। আমি আলোর সন্ধান পাইলে আপনারা পাইবেন না কেন? আল্লাহসুবহানুতা'লা সবাইকে কমবেশি হেঁকমত বা জ্ঞান দিয়া দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন, কেবল মাথা খাটাইতে হইবে। তাহা ছাড়া এই অধমের দুই-একখানি কিতাব পড়িয়া ইতিমধ্যে রিচার্ড ডাওকিনসের মত নাস্তিক দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া যাওয়া মুসলমানেরা ও ঈমাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন। কাজেই নিরাশ হইবার কারণ নেই।

দীর্ঘদিন কি ভাবে গবেষণা দ্বারা আমি আলোর সন্ধান পাইলামঃ

আমার দাদা মরহুম মৌলভী কেরামত আলীর নাম শুনে নাই, এই রকম মুমিন বংগ দেশে কমই আছেন। আমি উনারই সুযোগ্য নাতি। আমার চৌদ্দ পুরুষের মত আমি ও পাকা মুমিন ছিলাম। হালাল মাছ-মাংস হইতে শুরু করিয়া হালাল কনডম, সকল বিচারে আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। তবে আল্লাহপাক প্রতিটি পদে বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করিতে ভালবাসেন। আমার বেলায় ও তাহা ঘটয়াছে। যখন বয়স বাড়িতে লাগিল, কতিপয় নাস্তিক ও দুরাচারী বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া আমি নাসারা এবং কতিপয় মুসলমান নামধারী মুরতাদ-শয়তানদের লিখিত দুই এক খানি বই পাঠ { সকলকে আল্লাহ সমানভাবে তৈয়ার করেন নাই, নাসারাদের ইংরেজী ভাষাতে আমার জ্ঞানের কিছুটা জন্মগত ঘাটতি রহিয়াছে! } করিতে লাগিলাম। নাস্তিকদের যুক্তি আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে বিদেশে আসিলে ইন্টারনেট আমার সামনে জ্ঞানের দরজা খুলিয়া দিল। এখন বুঝিতে পারি, কেন নবীজি সাড়ে চৌদ্দশ' সাল আগেই ফরমাইয়া গিয়াছেন, 'জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হইলে চীন দেশে ও যাও।' সে যাই হোক, ইন্টারনেটে বিভিন্ন ফোরামে আমি আমার সংশয়ী মনের বিভিন্ন বিষয়াদি পেশ করিতে লাগিলাম। কতিপয় মুমিন ভাইয়েরা এই সময় আমাকে ভুল বুঝিয়া আমার পিছনে লাগিয়া যায়। আমি উহাদের উপর বিন্দুমাত্র ও রাগ করি নাই। ইন্টারনেটে আলোচিত অনেক বিষয়াদির মধ্যে বিবর্তনবাদ আমাকে বিশেষভাবে চমকাইয়া দিল। মনের এক অংশ বলিল, ইহা সত্য নয়, ইহাকে তুমি অস্বীকার কর; অন্য অংশ বলিল, কারো ভাল লাগা বা না লাগার সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহর কি মহীমা! একদিন হঠাৎ করিয়া বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া, এমনকি কোন বই না পড়িয়াই, আমি বিবর্তনবাদকে ধূলিসাৎ করার নিমিত্তে একখানি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। হারুন ইয়াহিয়া নামক এক হাজারতের সাইট হইতে টুক্ৰিফাই করিয়া কখনও বিবর্তনকে বলিলাম 'আলাদিনস ল্যাম্প' কখনও বা 'গ্রান্ডমা স্টোরি'। বাংগালী (থুকু বাংলাদেশী!) মুমিন ভাইবোনদেরনেক নজরে ও পড়িয়া গেলাম। এক সময় যাহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন, তাহারা ও ই-মেইলে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমাকে জিহাদ চালাইয়া যাইতে বলিলেন। কেহ কেহ ইহা ও বলিলেন, 'আপনাকে দুনিয়াতে আল্লাহ বিশেষ একটা কারণে একবিংশ শতাব্দীতে পাঠাইয়াছেন। আপনার দায়িত্বকর্মে আপনি হেলা করিলে রোজ কেয়ামতের দিন দায়ী থাকিবেন।' কিন্তু দিন কয়েক পরেই কতিপয় হারামী যুক্তিবাদী পোলাপাইন আমার গুমর ফাঁস করিয়া দিলে আমি পুনরায় বিভ্রান্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু বিভ্রান্তি সাময়িক কালের। অনুধাবন করিলাম, আল্লাহ আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছেন। একদিন সুবেহ সাদিকে ফরজ গোসলের পর আল্লাহর পাকু কালাম লইয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে ক্বোরান মজীদ পড়িলাম। আজ আপনাদের বলিতে আমার আপত্তি নাই যে, ওইদিন জীবনে প্রথম বারের মত কোরানের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যেই 'বিবর্তনের আলামত' খুঁজিয়া পাইতে লাগিলাম। মনে হইল যেন জীব্রাইল (আঃ) কানে কানে আসিয়া বলিলেন, 'যাহা বুঝিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দিতেছ না কেন?' আমি কম্পিউটার অন করিলাম। স্পষ্ট লিখিলাম - 'আমি সবসময়ই বিবর্তনকে সমর্থন দিয়া আসিয়াছি। কোরানের সহিত বিবর্তনের কোন বিরোধ নাই।' এমনি সময় আবার আমার উপর আল্লাহর আরেক গজব নাজিল হইল। এক নাস্তিক্যবাদী সাইটে 'মানুষের বিবর্তনের' উপর এক বিস্তৃত প্রবন্ধ ছাপা হইলে আমার কোরানিক-বিবর্তনবাদী বিশ্বাস আবারও গোস্তা খাইল। কারণ ওই বিবর্তন মানিতে গেলে আদম হাওয়া ইবলিস গন্ধম ফলেরা আকাশে ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ আবার ও আমাকে পথ দেখাইলেন। এক রাত্রে আমার মরহুম দাদাজান মৌলভী কেরামত আলি স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া শুধু একটা কথাই বলিলেনঃ 'পাছা খেল।' আমি সারা রাত হয়রান হইয়া ও ইহার মর্ম উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পরদিন প্রসংক্রমে কোন এক আস্তিক বন্ধুর নিকট হইতে 'পাসকেলের ওয়েজার' নামক যুক্তিটির কথা শুনিলাম। মুহূর্তেই আমার দুই চোখে জল নামিয়া আসিল। আহা! দাদাজান! পাসকেল-কে তুমি পাছা খেল কইয়া আমাকে ইংগিত দিলা? তাহা হইলে 'আত্মা' বলিয়া নিশচয়ই কোন একটা জিনিস আছে। আমি যাহা

বোঝার, তাহা ঠিকই বুঝিয়া লইলাম। বিবর্তন যে অতিশয় নীচু প্রকৃতির একটা ব্যাপার তাহা বুঝিলাম যখন ইন্টারনেটে দেখিলাম- লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান-নাসারা পর্যন্ত উহাতে বিশ্বাস করে না। আমেরিকার মত দেশে ও সকলে বিশ্বাস করে না। আল্লাহর অপার মহিমায় নাস্তিকদের ঘায়েল করিতে নাসারাদের অনেক লেখার মধ্যেই এমন সকল যুক্তি (?) খুঁজিয়া পাইলাম যাহা একই সাথে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক। আমি যুক্তি দিলাম প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন; কিন্তু আবার ঘুরাইয়া প্যাচাইয়া বলিতে চাহিলাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য কোন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নাই। নিজের যুক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি আরো যুক্তি দিলাম কোন কিছুই শূন্য হইতে সৃষ্টি হয় না, কিন্তু কখনও ভাবিলাম না কোথা হইতে রাব্বুল আলামিনের তাহা হইলে উদয় ঘটিল। আমি ধরিয়া লইয়াই বসিয়া থাকিলাম যে আল্লাহ সবসময়ই বহাল তব্বিতে আরশ দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন। সেই আরশও যে আবার কোথা হইতে আসিল তাহাও কেবল আমার আল্লাই জানেন। মাবুদ আমার! যখন প্যাচ সাহেব মহাবিশ্বকে ঘড়ির সাথে তুলনা করিয়া ঘড়ির কারিগরের যুক্তি হাজির করেন, তখন আমার কাছে যুক্তির কোন দুর্বলতা ধরা পড়ে না। কিন্তু বে-আক্কেল নাস্তিকেরা যখন বলেন ঘড়ির কারিগরের তো পিতা মাতা আছে, মহাবিশ্বের কারিগরেরও কি তাইলে পিতা-মাতা আছে- তখন উহা হইয়া যায় ‘ফ্যালাসি’। কত বড় দার্শনিক আমি, না? অক্লাম স্কুরের ব্যবহার না জানিয়াই স্কুর দিয়া নাস্তিকদের পোচ দিয়া ভুঁড়ি গালাইয়া দিতে উদ্যত হই। মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়া কিংবা প্রাণের উৎপত্তি নিয়া যাহারা প্রাণাত্তর গবেষণা করিয়া মর্তবাসীদের আলোর দিশা দেখাইতেছেন (যেমন, রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেংগর, স্টিভেন ওইনবার্গ, স্টিফেন হকিং, আর্নেস্ট মায়ার, অ্যালান গুথ, আলেকজান্দার ভিলেক্সিন, জে গুলড, পিংকার) তাহারা সবাই আমার কাছে ‘সুডো সায়েন্টিস্ট’ বনিয়া গেল, খাঁটি সায়েন্টিস্ট হিসাবে ভূষণ আলোকিত করিয়া রহিল হুজুর শমসের আলী আর হুজুর হারুন ইয়াহিয়া। যখন ইথিওপিয়ার এক নিষ্পাপ শিশু এইডস রোগের জীবাণু নিয়া জন্মগ্রহণ করে, কিংবা বাংলাদেশের এক অনাথ বালক লিকোমিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে মৃত্যুবরণ করে তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের অক্ষমতা দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব নিয়া কখনও সংশয় হয় না, বরং তাহার সুমহান ‘পরীক্ষা’ আমাকে পুলকিত করে। সুনামী বা ভূমিকম্পে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুও আমার চোখে ‘আর্গুমেন্ট অব ইভিল’ সত্য প্রমাণ করে না, বরং আমি কোথাও ‘ইভিল’ খুঁজিয়াই পাই না! আমার লেখার জনপ্রিয়তায় আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। ১০০ রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া আল্লাহর শোকরানা আদায় করিলাম।

নাস্তিক্যবাদ এবং বিবর্তন বাদ যে কারণে মিথ্যা তাহা বলিয়া দিতে চাই।

একঃ মানুষ সসীম, জ্ঞান অসীম। সসীম ও সাকার মানুষের পক্ষে অসীম ও নিরাকার জ্ঞানী আল্লাহকে বোঝা কখন ও সম্ভব নয়।

দুইঃ আল্লাহকে বিশ্বাস করিলে পরকালে ছরপরী, মরুদ্যান, মুজোর মত বালক পাওয়ার নিশ্চয়তা। আল্লাহ নিজেই কোরাণে ওয়াদা করিয়াছেন। কোন কারণে আল্লাহ, কেয়ামত-এর অস্তিত্ব প্রমাণ না হইলে ও আমার-আপনার কোন ক্ষতি হইবে না কিন্তু সত্য হইলে (অবশ্য সত্য, না হইলে দাদাজান কেমনে স্বপ্নে ধরা দিলেন?) নাস্তিকরা শত কোটি সহস্র বছর আগুনে জ্বলিবে আর আমি, আপনি বেহেশতে আরামে দিন গুজার করিব। তাহা হইলে কে বুদ্ধিমান?

তিনঃ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ পয়গম্বরের প্রেরণ করিয়াছেন। সেই পয়গম্বরের সময় আমরা জন্ম গ্রহণ করি নাই বলিয়া আল্লাহকে অস্বীকার করিতে হইবে কেন?

চারঃ পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ সৃষ্টি কর্তাতে বিশ্বাস করে।

আমি আমার লব্ধ জ্ঞান-গরিমা (যা প্রকারান্তরে আল্লাহরই দান) দ্বারা আর ও বলিতে চাই, আল্লাহ বা একজন সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাস কেবল একটি ঈমানি বিষয়ই নয়, ইহার ভিত্তিসমূহ বিজ্ঞান এবং দর্শনে মধ্যে রহিয়াছে। যেমনঃ একের অধিক ঈশ্বর থাকিলে (যেমনটি কাফেররা বিশ্বাস করে) উহাদের মধ্যে মারামারি লাগিয়া যাইত (অবশ্য প্রাচীনকালে মেঘের গর্জন, বজ্র শুনিলে অনেকে ভাবিত ঈশ্বর উনার স্ত্রী বা পার্টনারদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন)।

আজ এই খানে থামিব। আমি নিজেকে খুবই সামান্য একজন মানুষ বলিয়া মনে করি। প্রচার কোন দিন চাইনি। তথাপি পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া ইতিমধ্যে আমার সকল প্রাইভেট রেকর্ড পাবলিক করিয়া দিয়াছি। আশা করি আমাকে ভুল বুঝিবেন না।

মহান আল্লাহ পাক তবারাক হু তালা সকল কে হেদায়াত দান করুন। আমীন!!

বিনীত,

জনৈক আল্লাহর গোলাম

রচনাকালঃ ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬

\* *দ্রষ্টব্যঃ কাহার ও ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য এই রচনাটি লেখা হয় নাই। এটি যহেতু একটি রম্য রচনা, এর উপজীব্য পাঠক-পাঠিকাদের একটু নির্দোষ বিনোদন দান। এর বাইরে কেহ রচনাটির মর্মার্থ খুঁজিতে চাহিলে লেখক সেজন্য দায়ী হবেন না।*